০২-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – শিব জয়ন্তী হল সবথেকে বড় পার্বন। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে খুব ধুমধাম করে এই পার্বন পালন করতে হবে, যাতে গোটা দুনিয়া বাবার অবতরণের ঘটনা জানতে পারে।"

প্রশ্নঃ- বাচ্চারা, কোন্ বিষয়ে তোমাদের মধ্যে আলস্য ভাব আসা উচিত নয়? যদি আলস্য ভাব আসে, তাহলে তার কারণ কি?

উত্তরঃ- পড়াশুনা এবং যোগের বিষয়ে তোমাদের মধ্যে একটুও আলস্য ভাব আসা উচিত নয়। কিন্তু কিছু কিছু বাচ্চা মনে করে যে, সবাই তো বিজয়মালাতে আসবে না, সবাই তো রাজা হবে না - তাই অলস হয়ে যায়। পড়াশুনাতে মনোযোগ দেয় না। কিন্তু বাবার প্রতি যার সম্পূর্ণ ভালোবাসা আছে, সে যথাযথ ভাবে পড়াশুনা করবে, তার মধ্যে আলস্য ভাব আসবে না।

প্রশ্নঃ- চলতে চলতে কিছু বাচ্চার টলমল অবস্থা হয়ে যায় কেন?

উত্তরঃ- কারণ বাবাকে ভুলে গিয়ে দেহ-অহংকারের বশীভূত হয়ে যায়। দেহ-অহংকারের জন্য একে অপরকে খুব বিরক্ত করে। চালচলন দেখেই বোঝা যায় যে সে দেবতা হওয়ার যোগ্যই নয়। কাম-ক্রোধের বশীভূত হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি। সকল ব্রাহ্মণরাই জানে যে শিব জয়ন্তী হল মুখ্য। আজকাল তো সকলের জন্মদিন পালন করে। কিন্তু শিব জয়ন্তীর তিথি-তারিখ কেউই জানে না। মানুষের তিথি-তারিখের গায়ন করে। যিশুখ্রিস্টের সাল জিজ্ঞেস করলে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে। তার জন্মদিনও পালন করা হয়। আগে তোমরা এত ধুমধাম করে শিব জয়ন্তী পালন করতে না। এখন বাচ্চাদেরকে চিন্তন করতে হবে যে, কিভাবে দুনিয়ার মানুষ জানতে পারবে। কারণ শিব জয়ন্তী আসছে। তাই এত ধুমধাম করে শিব জয়ন্তী পালন কর যাতে গোটা দুনিয়া জানতে পারে। পরিশ্রম করতে হবে। সব বাচ্চারা কিভাবে জানতে পারবে যে, এটা হল সমগ্র দুনিয়ার যিনি রচয়িতা, তাঁর জন্মদিন, তিনি এই সময়ে এখানে রয়েছেন। বাচ্চারা জানতে পারবে কিভাবে? অনেক খবরের কাগজ ছাপা হয়। ঐগুলোকে বলা হয় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট (বিজ্ঞাপন)। যার দ্বারা নাম সুপ্রসিদ্ধ হয়। খবরের কাগজে খরচাও অনেক হয়। শিব জয়ন্তী সম্মন্ধে তো সবাইকে জ্ঞাত হতে হবে। তোমাদেরকে সমগ্র দুনিয়ার কথা ভাবতে হবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। গায়ন আছে- বাচ্চারা ঘরে ঘরে বাবার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে যে, বাবা অবতরিত হয়েছেন, যারা উত্তরাধিকার নিতে চান তারা এসে নিয়ে নিন। কিন্তু সে-ই নেবে যে আগের কল্পেও নিয়েছিল। আত্মা তো জানে। যখন সবাই জেনে যাবে তখন এখানে আসবে, কারণ অনেকেই অন্যান্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। তোমরাও তো নিজেদেরকে দেবী-দেবতা মনে করতে না। শূদ্র ধর্মাবলম্বী ছিলে। বাবা এখন তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন। তোমরা এখন বুঝতে পার যে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন। তা সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। তাই তাদের অবস্থাও একইরকম থাকে। দেবতা হওয়ার যোগ্য হয় না। কামবিকার কিংবা দেহ-অভিমানের ভূত থাকলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। দেহী-অভিমানী হলেই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। বাবার সাথে ভালোবাসাও থাকবে এব যথাযথ ভাবে পড়াশুনা করবে। এইগুলো হল খুব মূল্যবান জ্ঞানরত্ন, যার প্রতি খুব নেশা থাকা উচিত। লৌকিক পড়াশুনাতেও রেজিস্টার থাকে। তার মধ্যে ম্যানার্স (চাল-

চলন) গণ্য করা হয়। গুড, বেটার এবং বেস্ট... এখানেও এইরকম। কেউ কেউ তো একদম কিছুই জানে না। হয়তো বাচ্চা হয়েছে, বাবার কাছেও রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কারোর কারোর থেকে যারা ঘরে থাকে তাদের চালচলন ভাল। তবে তারা সার্ভিস করে। মুখ্য বিষয় হল সার্ভিস। তারা-ই বিজয় মালাতে আসবে। বাকিরা তো প্রজা হবে। অনেক প্রজা তৈরি হয়। কেউ কোনো বড় বাড়িতে জন্ম নিলে সবাই তাকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠায়। দুনিয়াতে তো অনেকেই জন্ম নেয়। তোমরা তো বাবার ওয়ারিশ হয়েছ। তাই সেই বেহদের বাবার জন্মদিন তো পালন করতে হবে, তাই না? ধুমধাম করে ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী পালন করতে হবে। এমন কি করা যাবে, যার দ্বারা অনেকে জানতে পারবে? এই বিষয়ে চিন্তন করতে হবে। কেমন সার্ভিস করলে আমাদের আগের কল্পের ব্রাহ্মণকুলের আত্মারা পুনরায় আসবে। যুক্তি রচনা করা হয়। বাবা বলেন, খবরের কাগজ ছাড়া তো এটা মুস্কিল কাজ। খবরের কাগজ সব জায়গায় যায়। খবরের কাগজে ২ - ৪ পেজ নিতে হবে। ওরা তো অতি সাধারণভাবে পাই-পয়সার রজত জয়ন্তী পালন করে। তোমাদের এই সুবর্ণ জয়ন্তী সবথেকে আলাদা। কেবল সুবর্ণ এবং রজত জয়ন্তী পালন করা হয়, তাম্র কিংবা লৌহ জয়ন্তী পালন করা হয় না। ৫০ বছর হয়ে গেলে তাকে সুবর্ণ জয়ন্তী বলা হয়। এখন তোমাদেরকে বাবার জয়ন্তী পালন করতে হবে, যাতে সবাই জানতে পারে। খবরের কাগজে দুটো পৃষ্ঠা ছাপিয়ে দিলে কোনো সমস্যা নেই। অনেকজনের জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। খুবই খারাপ সময় আসছে। নাহলে পড়ে দেরি হয়ে যাবে। শিব জয়ন্তীর জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। খবরের কাগজে দুটো পৃষ্ঠা নিয়ে ত্রিমূর্তি, কল্পবৃক্ষ এবং বর্তমান সময়ের কয়েকটা বিষয় ছাপাতে হবে। গঙ্গাস্নান করলে সদগতি হয় না। যেমন চার পৃষ্ঠার সাহিত্য হয়, সেইরকম সামনে পেছনে ছাপতে হবে। অবতরণ কলা এবং উত্তরণ কলার চিত্র এবং অন্যান্য মুখ্য চিত্র দিতে হবে। বিচার করে দেখতে হবে যে কোন কোন ছবি গুলো মুখ্য? যার দ্বারা মানুষ বুঝতে পারবে যে বরাবর আমাদের দুর্গতি হয়েছে। বাবা বাচ্চাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন - বিচার সাগর মন্থন করা উচিত। খুব কম বাচ্চা-ই এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তন করে। যদি ৪-৫ হাজার টাকা খরচ হয়, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। অনেক বাচ্চা রয়েছে, বিন্দু বিন্দু জলকণা দিয়ে একটা জলাধার তৈরি হয়ে যাবে। তোমরা হয়তো জানো যে আগা খাঁ কে হীরা দিয়ে ওজন করা হয়েছিল। ওটা তো কিছুই নয়। ইনি হলেন কল্যাণকারী বাবা, ওইসব পয়সা তো বিকারী কর্মে ব্যবহৃত হয়। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে এই বিকারগুলো থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়। মানুষ থেকে দেবতা বানানো হয়। তোমাদের মধ্যে না কামের হিংসা আছে, না ক্রোধের হিংসা আছে। যারা সেবাধারী বাচ্চা, যারা মনে করে যে আমরা সেবা করছি, তাদেরকে খবরের কাগজে ৪-৫ পৃষ্ঠা অবশ্যই নিতে হবে। প্রদর্শনী এবং প্রোজেক্টারের জন্য ছবি তৈরি হচ্ছে। যারা এইসব বিষয় নিয়ে বুদ্ধি চালায়, তাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন। বাবা বলেন- বাচ্চার যদি সাহস থাকে তাহলে বাবা তো সাহায্য করার জন্য বসে আছেন। যারা বুদ্ধিমান এবং লেখাপড়া জানা বাচ্চা, তারা সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের জন্য বিষয়বস্তু লিখে তৈরি করবে। যখন খবরের কাগজে কিছু ছাপা হয় তখন তাদেরকে দৃষ্টিও দিতে হয়। এখনও শিব জয়ন্তীর দুই-আড়াই মাস বাকি। তোমরা অনেক কিছু করতে পারো। দুই-চারটে খবরের কাগজে ছাপতে হবে - হিন্দি এবং ইংরেজি হল মুখ্য। এই দুটো ভাষাতে ছাপতে হবে। এইভাবে শিব জয়ন্তী পালন করা উচিত। সমগ্র দুনিয়ার যিনি পিতা, তাঁর জন্মদিন - এটা যেন সবাই জেনে যায়। খবরের কাগজ তো অনেক দূর দূর যায়। যারা বিচক্ষণ সম্পাদক এবং ধর্মীয় মনোভাব সম্পন্ন, তারা কোনো পয়সা নেয় না। এটা তো সকলের কল্যাণের জন্য। হয়তো একটু খরচ হবে। বাচ্চার সাহস থাকলে বাবা সাহায্য করবেন। এইরকম চিন্তন করতে হবে। কল্যাণ এবং অকল্যাণ কাকে বলে সেটাই মানুষ জানে না। কে কল্যাণকারী উপদেশ দেন?

কিছুই বোঝে না। তোমরা বাচ্চারা জানো। তোমাদের মধ্যেও খুব কমজন-ই বিজয়মালাতে আসবে। বাকিরা প্রজা হবে। এটা হল রাজযোগ - যার দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্তি হয়। পড়াশুনা কিংবা যোগের ক্ষেত্রে যদি অলস হও তাহলে রাজত্ব প্রাপ্ত করতে পারবে না। সীমা রয়েছে- এতজন রাজা হবে। অনেকজন হবে না। যারা সুবুদ্ধি সম্পন্ন তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে যে এই আত্মা রাজ পরিবারে আসবে কি না। সেন্টারে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয়। বাবার অনেক বড় বড় দোকান আছে। সব সেন্টার (দোকান) তো একইরকম চলবে না। কোনো ম্যানেজার যদি দক্ষ হয়, তাহলে সে ভালোভাবে দোকান চালায়। কারোর ওপরে গ্রহের দশা বসলে ভালো ভালো বাচ্চাও ফেল হয়ে যায়। বাবা বলেন, এখন সময় এগিয়ে আসছে। যুদ্ধের প্রস্তুতিও হচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হবে। খুব কম সময় আছে। যোগযুক্ত হওয়ার জন্য খুব পরিশ্রম করতে হবে। যোগের দ্বারাই বিকর্মের বিনাশ করতে হবে। যদি যোগের দ্বারা স্বর্ণযুগ পর্যন্ত না পৌঁছাতে পার, তাহলে রাজ পরিবারে আসতে পারবে না। প্রজাতে চলে যাবে। যে ভাল পুরুষার্থী হবে, সে কখনো এইরকম বলবে না যে, যা ভাগ্যে আছে সেটাই হবে। যারা এইরকম চিন্তা করে, তারা ড্রামা অনুসারে প্রজাদের মধ্যেও চাকর-বাকর হয়। উঁচু পদ পেতে হলে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। নাহলে অজুহাত দেবে। এইজন্য খবরের কাগজে দেওয়া হয়। ছবি এবং মুখ্য মুখ্য বিষয় ছাপাতে হবে। ত্রিমূর্তি এবং সৃষ্টিচক্রের ছবিও ছাপাতে হবে। অবতরণ এবং উত্তরণ কলার ছবিও দিতে হবে। ভারত-ই হল স্বর্গ, ভারত-ই হল নরক। স্বর্গে কত সময় থাক আর নরকে কত সময় থাক। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন। কেউ যদি মুরলি না শোনে, তাহলে সে এই নির্দেশগুলোও জানতে পারবে না। সহযোগী হতে পারবে না। বাবা জিজ্ঞাসা করেন- এর বিষয়বস্তু কি তৈরি করা হয়েছে? সব জায়গায় বিচক্ষণ বাচ্চাদের গুণগান করা হয়। কেউ কেউ অনেক সমস্যাও করে। দেহ-অভিমানী হয়ে যায়। সেন্টারের হেড হব- যদি এইরকম দেহ-অভিমান চলে আসে, তাহলে তার মৃত্যু হয়। বাবার মধ্যে কখনো অহংকার আসে না। বাবা বলেন, আমি হলাম বাধ্য সেবক। দেখ, এখানে কত বড় বড় ব্যক্তিরা আসে। তারা যখন দেখে যে এখানে নিজের হাতে বাসন মাজা হয়, তখন তারাও মাজতে শুরু করে। কিন্তু কয়েকজনের দেহ-অহংকার চলে আসে, থালা-বাটি ধুতে পারে না। এইরকম দেহ-অভিমান সম্পন্ন ব্যক্তিরা পড়ে যায়। নিজের-ই অকল্যাণ করে ফেলে। বাবা তো কখনো কারোর কাছ থেকে সেবা নেন না। শিববাবার তো কোনো শরীর-ই নেই যে সেবা নেবেন। তিনি তো সেবা করেন। বাবা দেহী-অভিমানী হওয়ার শিক্ষা দেন। বাচ্চারা কখনো মা-বাবাকে বাসন মাজতে দেয় না। কিন্তু মা-বাবার সাথে প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়। আগে তো মা-বাবার মতো হতে হবে। তারাও তোমাদের সাথেই পড়াশুনা করে কিন্তু নিয়ম অনুসারে সাক্ষাৎকার হয়েছে যে এরাই প্রথম নম্বরে উত্তীর্ণ হবে। সেবার প্রতি অনেক শখ থাকতে হবে। ঘরে ঘরে গীতা পাঠশালা খুললে বৃদ্ধি হবে। লিখে দিতে হবে - এখানে আসলে আপনাকে আপনার পারলৌকিক পিতার পরিচয় দেওয়া হবে। কিভাবে বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, সেটা এখানে এসে বুঝুন। এক সেকেন্ডে কিভাবে জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। কেউই এইরকম বুদ্ধিমান নয়, যে বুঝতে পারবে। তোমাদের ভেতরেও খুব কমজনের মধ্যেই জ্ঞানের গভীরতা আছে। যার মধ্যে জ্ঞানের নেশা আছে, সে তার মতামত দেবে। তোমরা বিভিন্ন স্লোগান এবং তার বিস্তার লিখতে পার। দিল্লি এবং বোম্বেতে অনেক সমঝদার বাচ্চা আছে, যাদের সাথে অনেকের পরিচয় আছে। তারা এই কাজটা করতে পারে। সম্পাদককেও বোঝাতে হবে। ওদের হাতে অনেক কিছু থাকে। অর্ধেক কিংবা এক-চতুর্থাংশ দামে দিয়ে দেবে। ধর্মীয় বিষয় ফ্রীতেও দিয়ে দিতে পারে। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন- এই শিব জয়ন্তী খুব ধুমধাম করে পালন করার জন্য। এইভাবে তিনি প্রেরণা দিচ্ছেন। খরচ হলে সমস্যা নেই। ছবি ছাপাও। রঙিন সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো ছোট ছোট হয়।

ওতে ছবিগুলো খুব স্পষ্ট হতে হবে। বাবা সেবাধারী বাচ্চাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। সেবাধারী বাচ্চারাই জবাব দেবে। তাদের আইডিয়া লিখবে, ম্যাটার (বিষয়বস্তু) তৈরি করবে। আলাদাভাবে ম্যাটার তৈরি করে খবরের কাগজের সাথে দেওয়া যেতে পারে। এই বিষয়ে খবরের কাগজের লোকের সাথে কথা বলতে হবে। তারা খবরের কাগজের ভেতরে পর্চা (হ্যান্ডবিল) ঢুকিয়ে দেবে। আগে এইভাবে আলাদা কাগজে ছাপিয়ে অন্যের বিজ্ঞাপনকে খবরের কাগজের ভেতরে ঢুকিয়ে দিত। এখন মনে হয় বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু চেষ্টা করলে হতে পারে। নাহলে ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীর বিষয়ে সবাই জানতে পারবে কিভাবে। প্রদর্শনী তো সাতদিন ধরে হয়। শিব জয়ন্তী তো মাত্র একদিন। খুব ধুমধাম করে পালন করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সাথে সহযোগী হয়ে, সবাইকে বাবার পরিচয় দেওয়ার যুক্তি রচনা করতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। জ্ঞানের নেশাতে থাকতে হবে।

২) দেহ-অহংকার ত্যাগ করে, দেহী-অভিমানী হতে হবে। অন্যের কাছ থেকে নিজের সেবা নেওয়া উচিত নয়। মা বাবার সাথে প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়। তাদের সমান হতে হবে।

বরদান:- পরবশ আত্মাদেরকে ক্ষমার শীতল জল দ্বারা বরদান দিতে সমর্থ বরদানী মূর্ত হও।

যদি কেউ ক্রোধ অগ্নিতে জ্বলন্ত অবস্থায় তোমার সামনে আসে, তাহলে তাকে পরবশ মনে করে ক্ষমার শীতল জল দ্বারা বরদান দাও। তেল ছিটিও না। যদি কারোর প্রতি ক্রোধের ভাবনা রাখো, তাহলে সেটা হল তেল ছিটানো। তাই বরদানী মূর্ত হয়ে সহনশীলতার শক্তির বরদান দাও। যদি এখন চৈতন্য রূপে এই সংস্কার ধারণ কর, তাহলে জড় চিত্র দ্বারাও বরদানী মূর্ত হবে।

স্লোগান:- পরমাত্ম মিলন মেলার মস্তিতে থাকলে মায়ার ঝামেলা সমাপ্ত হয়ে যাবে।